তাওহীদের কালিমা

বই	তাওহীদের কালিমা
মূল	শাইখ হারিস আন-নাযযারী রহ.
অনুবাদ	হাসান মাসরুর
সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

তাওহীদের কালিমা

শাইখ হারিস আন-নাযযারী রহ.

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

তাওহীদের কালিমা

শাইখ হারিস আন-নাযযারী রহ.

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
শাবান ১৪৩৯ হিজরী / এপ্রিল ২০১৮ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান
খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
khidmahshop.com
wafilife.com
amaderboi.com

নির্ধারিত মূল্য : ৬৫ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭

কালিমাতুত তাওহীদের ফযীলত ১১

কালিমাতুত তাওহীদ হলো 'আল-কওলুছ ছাবিত' (শাশ্বত বাণী) ১২

কালিমাতুত তাওহীদ হলো দাওয়াতুল হক (সত্যের আহ্বান) ১২

কালিমাতুত তাওহীদ হলো 'কালিমাতুত তাকওয়া' (তাকওয়ার বাণী) ১৩

কালিমাতুত তাওহীদের কারণেই গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় ১৪

কালিমাতুত তাওহীদ রক্তের হিফাজতকারী ১৪

কালিমাতুত তাওহীদ হলো জান্নাতের চাবি ১৫

কালিমাতুত তাওহীদ হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা দানকারী ১৬

কালিমাতুত তাওহীদ সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল ১৯

কোনো আমলই কালিমাতুত তাওহীদের সমতুল্য নয় ১৯

কালিমাতুত তাওহীদ সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির ২২

কালিমাতুত তাওহীদের শর্তসমূহ ২৩

আখিরাতে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে বাঁচার জন্য শর্তসমূহ ২৬

১ম শর্ত: العلم (আল-ইলম) ২৬

২য় শর্ত: اليقين (আল-ইয়াকীন) ২৭

৩য় শর্ত: القبول (আল-কবুল) ২৯

৪র্থ শর্ত: الإنقياد (আল-ইনকিয়াদ) ২৯

৫ম শর্ত: الصدق (আস-সিদ্‌ক) ৩০
৬ষ্ঠ শর্ত: الإخلاص (আল-ইখলাস) ৩২
৭ম শর্ত: المحبة (আল-মাহাব্বাহ) ৩২
কালিমাতুত তাওহীদের অর্থ ও রোকনসমূহ ৩৪
কালিমাতুত তাওহীদের প্রথম রোকন 'কুফর বিত তাগুত' ৩৫
তাগুতের প্রকারভেদ ৩৬
كفر بالطاغوت তাগুতকে অস্বীকার করার পদ্ধতি ৩৯
১. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ ৪৪
২. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ৪৬
৩. তাওহীদুল আসমা' ওয়াস সিফাত ৪৮
কালীমাতুত তাওহীদের বিশ্বাসগত নাওয়াকিয ৫২
কালিমাতুত তাওহীদের উক্তিগত নাওয়াকিয ৬১
কালিমাতুত তাওহীদের কর্মগত নাওয়াকিয ৬৮

ভূমিকা

بِسمِ الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا

একত্ববাদের বাণী (لا إله إلا الله) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো– কালিমাতুত তাওহীদ, কালিমাতুল ইখলাস, এটাই হলো কালিমাতুত তাকওয়া (তাকওয়ার বাণী) এবং এটাই হলো জান্নাতের চাবি। এ কালিমা হলো রক্ষাকারী কালিমা (আল-কালিমাতুল আসিমা)। এর মাধ্যমে জান, মাল, এবং ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষিত হয়।

একইভাবে এই কালিমায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের কারণেই অবিশ্বাসীরা তাদের রক্ত, সম্পদ ইত্যাদির নিরাপত্তা হারায়। জিহাদের মাধ্যমেই তাদের রক্ত ঝরানো হয়, সম্পদ বৈধ করে নেওয়া হয় এবং তাদের ইজ্জত-আব্রু অরক্ষিত হয়।

কালিমাতুত তাওহীদের দ্বারাই তাওহীদ তথা মহান আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিতাল ও লড়াই সংঘটিত হয়। কালিমাতুত তাওহীদের পথেই শহীদগণ সম্পদ ও রক্তের বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র নৈকট্য লাভ করেন।

আলাহ তাআলা রাসূলগণকে এই কালিমা দিয়েই প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾

"আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলকেই প্রেরণ করেছি, তাঁকে এই ওহী দিয়েই পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর।"[১]

ফলে মুমিনরা ইবাদত ও অনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর মর্যাদার গৃহের দিকে অগ্রসর হয়। আর কাফিররা নাপাকি ও আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়। তাদের ঠিকানা নিকৃষ্ট জাহান্নাম।

মহান আল্লাহ বলেন–

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾

"যখন তাদেরকে বলা হয়– আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তখন তারা অহংকার করে।"[২]

এই মহান কালিমার কিছু শর্ত রয়েছে, যেগুলো ব্যতীত শাহাদাতাইন কবুল করা হয় না। রয়েছে কিছু রোকন, যেগুলো ব্যতীত তা সাব্যস্ত হয় না এবং রয়েছে কিছু নাওয়াকিয (ভঙ্গকারী বিষয়াদি) যেগুলো পরিত্যাগ করা ব্যতীত ঈমান শুদ্ধ হয় না। এই পুস্তিকায় ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ সংক্ষেপে অধিকাংশ বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১. সূরা আম্বিয়া: ২৫

২. সূরা আস-সাফফাত: ৩৫

আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা, তিনি যেন এর মাধ্যমে লেখক ও পাঠক উভয়কে উপকৃত করেন। এও প্রত্যাশা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখেন, ঈমানের ওপর মৃত্যু দান করেন এবং দোজাহানে আমাদের সম্মানিত করেন। আমীন!

- শাইখ হারিস ইবনে গাজী আন-নাযযারী
জাযিরাতুল আরব, ১৪৩২ হিজরী

কালিমাতুত তাওহীদের ফযীলত

কুরআন-সুন্নাহ্য় কালিমাতুত তাওহীদ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো–

কালিমাতুত তাওহীদ হলো– 'আল-কালিমাতুত তায়্যিবাহ' (পবিত্র বাণী)

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

"তুমি কি দেখনি, আল্লাহ তাআলা কিভাবে কালিমাতুত তায়্যিবাহ অর্থাৎ, সৎ বাণী (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) কে একটি পবিত্র গাছের সাথে তুলনা করেছেন; যার মূল সুদৃঢ় এবং যার শাখা প্রশাখা আসমানে বিস্তৃত। সর্বদা যা তার রবের আদেশে ফল দান করে। আর আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেন, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"[৩]

ইবনে রজব হাম্বলী রহ. উপরোক্ত এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

المراد بالكلمة كلمة التوحيد

"এখানে কালিমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কালিমাতুত তাওহীদ।"[৪]

৩. সূরা ইবরাহীম: ২৪-২৫
৪. জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম: ১/১৫১

কালিমাতুত তাওহীদ হলো 'আল-কওলুছ ছাবিত' (শাশ্বত বাণী)

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾

"মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে 'কওলুছ ছাবিত' (তথা শাশ্বত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী)র মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং জালিমদের গোমরাহিতে রাখবেন। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা; তা করেন।"[৫]

ইমাম বাগাভী রহ. বলেন, هي قول لا اله الله অর্থাৎ আল-কওলুছ ছাবিত বা শাশ্বত বাণী হলো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।[৬]

কালিমাতুত তাওহীদ হলো দাওয়াতুল হক (সত্যের আহ্বান)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ﴾

"দাওয়াতুল হক বা সত্যের আহ্বান আল্লাহরই। আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারা তাদের আহ্বানে কোনোই সাড়া প্রদান করে না।"[৭]

---

৫. সূরা ইবরাহীম: ২৭
৬. মাআলিমুত তানযীল: ৪/৩৪৯
৭. সূরা রা'দ: ১৪

আল্লামা শাওকানী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

قيل المراد بدعوة الحق ها هنا كلمة التوحيد

"বলা হয়ে থাকে, এখানে দাওয়াতুল হক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কালিমাতুত তাওহীদ।"[৮]

কালিমাতুত তাওহীদ হলো 'কালিমাতুত তাকওয়া' (তাকওয়ার বাণী)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

﴿ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

"অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর ও মুমিনদের ওপর স্বীয় প্রশান্তি তথা 'সাকীনাহ' নাযিল করলেন এবং তাঁদের জন্য 'কালিমাতুত তাকওয়া' বা তাকওয়ার বাণী অপরিহার্য করে দিলেন। আর তাঁরাই ছিল এর সর্বাধিক উপযুক্ত ও যোগ্য অধিকারী। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত।"[৯]

আল্লামা শাওকানী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

وهي لا إله إلا الله كذا قال الجمهور

"আর তা (কালিমাতুত তাওহীদ) হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জুমহুরও এরূপ বলেছেন।"[১০]

---

৮. ফাতহুল কাদীর: ৩/১০৪
৯. সূরা ফাতহ: ২৬
১০. ফাতহুল কাদীর: ৫/৭৮

কালিমাতুত তাওহীদের কারণেই গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়

عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ - وفي رواية مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيَّهَا شَاءَ

উবাদাহ ইবনে সামিত রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আর ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর কালিমা, যা তিনি মারইয়াম আ. কে দান করেছেন এবং তাঁর রুহ। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন– তাঁর আমল যাই হোক না কেন। অপর রেওয়াতে রয়েছে– জান্নাতের আটটি দরজার যে দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে ইচ্ছে করুক না কেন।”[১১]

কালিমাতুত তাওহীদ রক্তের হিফাজতকারী

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ

---

১১. সহীহ বুখারী: ৩১৮০

قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করে নেয়। সুতরাং যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকার করে নিল, সে তাঁর নিজের জান ও মালকে হিফাজত করে নিল; তবে ন্যায়সঙ্গত কারণের কথা ভিন্ন। আর তাঁর হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।"[১২]

কালিমাতুত তাওহীদ হলো জান্নাতের চাবি

عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ

উসমান ইবনে আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি এ কথা জানা অবস্থায় মারা গেল যে– আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৩]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

মুআয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

১২. সহীহ বুখারী: ৩৭২৭; সহীহ মুসলিম: ৩২
১৩. সহীহ মুসলিম: ৩৮

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "যার সর্বশেষ বাণী হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৪]

কালিমাতুত তাওহীদ হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা দানকারী

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْفِطْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ، فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহে সাদিকের সময় জিহাদের অভিযান পরিচালনা করতেন। তিনি আযান শ্রবণ করতেন। আযান শুনলে তিনি আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন, নতুবা আক্রমণ করতেন। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে আযান দিতে শুনলেন 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ফিতরত অর্থাৎ দ্বীনের ওপর রয়েছে।

অতঃপর সে (লোকটি) বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ

১৪. আবু দাউদ: ২৭০৯; মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৫০৩, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী এটাকে সমর্থন করেছেন।

ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে গেলে। এরপর সাহাবায়ে কিরাম রাযি. তাঁর দিকে তাকালে তারা বুঝতে পারলেন যে, সে মি'যা এলাকার রাখাল।"[১৫]

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، قَالَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِي الْمُلْكُ، وَلِيَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَالَ الْأَغَرُّ شَيْئًا لَمْ أَفْهَمْهُ، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: مَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ

আবু ইসহাক আগার ইবনে আবু মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবু হুরায়রা রাযি. এবং আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এর পক্ষ থেকে এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

---

১৫. সহীহ মুসলিম: ৫৭৫

পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "বান্দা যখন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন– আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমিই সবচেয়ে বড়।

আর বান্দা যখন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহ অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক। তখন আল্লাহ বলেন– আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি এক।

আর বান্দা যখন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা শারীকা লাহু অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। তখন আল্লাহ বলেন– আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমার কোনো শরীক নেই।

এরপর বান্দা যখন বলে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, রাজত্ব (সার্বভৌমত্ব) এবং প্রশংসা কেবল তাঁরই, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন– আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, রাজত্ব (সার্বভৌমত্ব) এবং প্রশংসা আমারই।

বান্দা যখন বলে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং নেক কাজ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন– আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং নেক কাজ করার ক্ষমতা আমার পক্ষ থেকেই আসে।

আবু ইসহাক বলেন, এরপর আবার এমন কিছু বললেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। আমি আবু জাফরকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কী বললেন? আবু জাফর বললেন, মৃত্যুর সময় যাকে এগুলো দান করা হবে, তাঁকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।"[১৬]

কালিমাতুত তাওহীদ সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي. قَالَ: إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ.

আবু যার গিফারী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– যখনই তুমি কোনো বদ আমল (খারাপ কাজ) করে ফেললে, তখনি একটি নেক আমল কর; তাহলে তা তোমার বদ আমলকে মুছে দেবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল।"[১৭]

কোনো আমলই কালিমাতুত তাওহীদের সমতুল্য নয়

عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الخَلَائِقِ

১৬. সুনানে তিরমিযী: ৩৩৫২; সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৮৪; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৫১

১৭. মুসনাদে আহমাদ: ২১৪৮৭, শুয়াইব আরনাউত বলেন হাদীসটি হাসান।

يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদাভাবে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে ৯৯ টি (গুনাহ ভর্তি) আমলনামার খাতা পেশ করবেন। প্রতিটি খাতা হবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর তিনি বলবেন, তুমি কি এসবের কোনোটাকে অস্বীকার কর? আমার নিয়োজিত লেখক ফেরেশতাগণ কি তোমার প্রতি জুলুম করেছে? তখন সেই ব্যক্তি বলবে– না, হে আমার রব!

আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার কি কোনো অভিযোগ আছে? সে বলবে– না, হে আমার রব! তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, অবশ্যই আমার কাছে তোমার একটি নেক আমল রয়েছে। আর